গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সংস্থাপন-২
www.mole.gov.bd

স্মারক নং- ৪০.০১০.০৩৮.০১.০৪৯.২০১০-২১৩

তারিখ: ১৪ ভাদ্র ১৪২৯ / ২৯ আগস্ট ২০২২

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মো: শফিকুল ইসলাম, উপ পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকা অবস্থায় (বর্তমানে সংযুক্তঃ আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ফরিদপুর) তার বিরুদ্ধে ডিগনিটি টেক্সটাইল মিলস্ লি: এর ম্যানেজার (এইচ.আর) জুলেখা আক্তার কর্তৃক আরএমজি সেক্টরে ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজির বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি অভিযোগ দাখিলপূর্বক তার অনুলিপি মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়।

০২। যেহেতু, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গত ০৭-১১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে ১৯৮ নং স্মারকে জারিকৃত আদেশের মাধ্যমে বর্ণিত অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নিমিত্ত ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক বিষয়টি তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব জুলেখা আক্তারের নিকট ঘুষ চাওয়ার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) ও ৩(খ) অনুযায়ী গত ১৩-০৬-২০২২ তারিখের ১২৩নং স্মারকের মাধ্যমে ০১/২০২২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। অতঃপর অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন। অতঃপর গত ২০-০৭-২০২২ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ০৪-০৮-২০২২ তারিখে আদেশের জন্য দিন ধার্য করা হয়।

০৩। যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে বলেন যে, ডিগনিটি টেক্সটাইল মিলস্ লি: এর ম্যানেজার (এইচ.আর) জুলেখা আক্তার কর্তৃক আরএমজি সেক্টরে ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও ডিগনিটি টেক্সটাইল মিলকে ঘুষ প্রস্তাবের মাধ্যমে অবৈধভাবে সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি সত্য নয়। ডিগনিটি টেক্সটাইল মিলস্ লি: এর ম্যানেজার (এইচ.আর) জুলেখা আক্তারের সাথে ৭ মিনিট ২১ সেকেন্ড অডিও কথোপকথনের সবটুকু বক্তব্যই তার নয় এবং ঘুষ চাওয়ার বিষয়টি সুপার এডিট করে তা ঐ কথোপকথনের সাথে সংযোজন করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়ে মোসা: জুলেখা আক্তার কোন অভিযোগ দাখিল করেননি মর্মে গত ০৩/০১/২০২২ তারিখে তদন্ত কমিটি বরাবর স্বহস্তে লিখিত পত্র জমা দিয়েছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিভাগীয় শ্রম দপ্তরে কর্মকালীন সময়ে তাকে বাদ দিয়ে অনেক নথি সহকারী পরিচালক ও তৎকালীন পরিচালক (জনাব মো: আমিনুল হক) মহোদয়ের মধ্যে চালাচালি হতো।

০৪। যেহেতু, তার কাজ কোন কোন স্বার্থন্বেষী মহলের অবৈধ স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ায় তারা তার ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল, যার একটি প্রমাণ এ ঘটনা। ফরিদপুর থেকে বিগত ২৬/০১/২০২১ তারিখে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ঢাকা যোগদানের পরেই দেখা যায় যে, অনেক নথি তার কাছে না পাঠিয়ে সহকারী পরিচালক কর্তৃক সরাসরি পরিচালক মহোদয়ের কাছে পাঠিয়ে অনুমোদন নেয়া হয়। অর্থাৎ যাতে তিনি আইন বিধি অনুযায়ী কোন মতামত না দিতে পারেন এবং তাদের অবৈধ স্বার্থে কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। অধিকন্তু তদন্ত কমিটিতে কোন ভয়েজ এক্সপার্ট না থাকা সত্ত্বেও তার ও জুলেখা আক্তারের টেলিফোনিক বক্তব্যের মধ্যে সুপার এডিট করা ঘুষ চাওয়া সম্পর্কিত বক্তব্যকে তার বক্তব্য বলে মন্তব্য করা হয়েছে যা তার প্রতি সুবিচার করা হয়নি। সুতরাং এ ধরণের অসত্য, ষড়যন্ত্রমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হওয়ায় তিনি মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্থ। তদুপরি সরকারি দায়িত্ব পালনে তার অনিচ্ছাকৃত কোন পদক্ষেপ যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য ও পরবর্তীতে দায়িত্ব পালনে আরও সর্তক হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত এ ধরণের অসত্য, ষড়যন্ত্রমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

০৫। আদেশের জন্য ধার্য তারিখে মো: শফিকুল ইসলামের ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য, লিখিত জবাব এবং অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে মো: শফিকুল ইসলাম ও জুলেখা আক্তারের মধ্যে ঘুষ লেনদেনের ফোনালাপ বা কথোপকথন অর্থাৎ অডিও-সিডির কন্ঠ তাঁদের দুজনেরই। তারা দুজনেই নির্দ্বিধায় এ ফোনালাপ বা কথোপকথন তাঁদের নিজের বলে স্বীকার করেছেন। তবে, যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটি জুলেখা আক্তার দায়ের করেননি বলে উল্লেখ করলেও, তিনি ঘুষ লেনদেনের আলাপ বা কথোপকথন অর্থাৎ অডিও-সিডির ০৭ মিনিট ২১ সেকেন্ডের বক্তব্যের সবটুকুই তাদের দুজনের মধ্যে অর্থাৎ জনাব মো: শফিকুল ইসলাম ও তাঁর মধ্যে হয়েছিল বলে জানান এবং যার কোন বাক্য বা শব্দ এডিটের মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন। সুতরাং অভিযোগ দায়ের যে কোন ভাবেই হউক না কেন অভিযোগের মূল বিষয় জনাব

মো: শফিকুল ইসলাম ও জুলেখা আক্তারের মধ্যে দাপ্তরিক কাজ করে দিয়ে ঘুষ লেনদেনের ফোনালাপ বা কথোপকথন যা প্রমাণক হিসেবে অডিও-সিডির কন্ঠ তাঁদের দুজনেরই বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণীত হয়েছে। সুতরাং তিনি দোষী ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

০৬। সুতরাং জনাব মো: শফিকুল ইসলাম, উপপরিচালককে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(খ) অনুযায়ী ০১ (এক) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত দন্ড প্রদান করা হল। একই সাথে এ মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

০৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

২৯/৮/২০২২

(মো: এহছানে এলাহী)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

স্মারক নং- ৪০.০১০.০৩৮.০১.০৪৯.২০১০-২১৩/১৪

তারিখ: ১৪ ভাদ্র ১৪২৯ / ২৯ আগস্ট ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য)।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সিজিএ অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা।
৮। **বর্তমান ঠিকানা**: জনাব মো: শফিকুল ইসলাম, উপ পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা (সংযুক্তঃ আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ফরিদপুর)।
৯। **স্থায়ী ঠিকানা**: জনাব মো: শফিকুল ইসলাম, পিতা: জনাব মো: আব্দুল হান্নান, ১৪৪, হাজী ইসমাইল রোড, বানরগতি, মেটাপোল, খুলনা।
১০। উপপরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ফরিদপুর।
১১। জেলা একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৩। যুগ্মসচিব (সংস্থাপন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৪। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

২৯-০৮-২০২২

(কামরুন নাহার)
সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮০২-২২৩৩৫৫৫৯৪
section10@mole.gov.bd